দৈনিক ইনকিলাব

JUL 29 2002

কুড়িগ্রামে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের টেন্ডারে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

শফিক বেবু ঃ ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট কুড়িগ্রাম জোনের ১১টি গ্রুপের প্রায় ২ কোটি টাকার কাজ ঠিকাদারদের একটি সিন্ডিকেটকে বন্টন করে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঐ সিন্ডিকেট দরপত্র দাখিলকারী ঠিকাদারদের ভীতি প্রদর্শন করে বিধিবহির্ভূতভাবে প্রত্যাহার পত্র সংগ্রহ করে তা দিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রভূত অর্থ দ্বারা বশীভূত করে লটারি না করেই এই কাজগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। গত মঙ্গলবার এ ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে কুড়িগ্রামে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার। তোলপাড় চলছে ঠিকাদার মহলে। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক সংঘর্ষ ঘটার আশংকা দেখা দিয়েছে। এদিকে এই অনিয়মের প্রেক্ষিতে বিস্তারিত জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রকৌশলীর কাছে কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মেছবাহ উল আলম গত বুধবার ফ্যাক্স বার্তা পাঠিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সূত্র আরো জানায়, জোনাল টেন্ডার কমিটির কতিপয় সদস্য নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ঐ সিন্ডিকেটের চাপে ঐ ১১টি গ্রুপের ঠিকাদার নির্বাচনের তালিকায় স্বাক্ষর করলেও অনিয়ম করায় জেলা প্রশাসক-এর প্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট আজিজুল ইসলাম তাতে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন। তারপরেও এই ১১টি কাজ বিতরণ অনুমোদনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী মঙ্গলবার রাতেই ঢাকার উদ্দেশ্যে কুড়িগ্রাম ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে। ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় নেয়ার অভিযোগে এই কাজগুলোসহ মোট ৫৫টি গ্রুপে ঠিকাদার নির্বাচনের দরপত্র এক বছর পূর্বে বাতিল করা হয়েছিল। এ নিয়ে শেষ পর্যন্ত মামলা হয়।

অভিযোগে জানা গেছে, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট কুড়িগ্রাম জোনের আওতায় কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সর্বমোট ৮ কোটি ৭৬ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫৫টি কাজের দরপত্র বিগত ১২ ও ১৩ মার্চ, ২০০১ তারিখে আহবান করা হয়। এরপর দরপত্র দাখিল শেষে দর একই হওয়ায় লটারির মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচনের সময় একটি সিন্ডিকেট সকল ঠিকাদারকে বের করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি করে নেয়। এ ঘটনায় অভিযোগ বহির্ভূতভাবে প্রদান করে বাকী ৫৩টি গ্রুপের কাজের পুনঃ দরপত্র বিগত ২৮ এপ্রিল/২০০২ তারিখে আহবান করেন। এতে প্রায় পাঁচশটি দরপত্র সিডিউল দাখিল হয়। দাখিলকৃত দরপত্রের দর একই হওয়ায় পর পর তিনবার লটারির তারিখ নির্ধারণ করে তা বাতিল করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত গত ১৮ জুন লটারির দিন ধার্য করা হয়। এ দিন যথারীতি ৪২টি গ্রুপের লটারি সম্পন্ন হওয়ার পর বাকী ৩, ৪, ৬, ৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৬, ২৯, ৩৩, ৩৪ নং গ্রুপের (মোট ১১টি গ্রুপ) লটারি করতে নির্বাহী প্রকৌশলী এবিএম মতিউর রহমান টালবাহানা শুরু করেন। ঐ মুহূর্তে তিনি টেন্ডার কমিটিকে জানান, প্রত্যাহারপত্র দেয়ায় এই সব গ্রুপে ১ জন করে ঠিকাদার থাকায় লটারির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুলনামূলক বিবরণী তৈরীর পর প্রত্যাহার করার কোন বিধান নেই মর্মে টেন্ডার কমিটির প্রশ্নের জবাবে নির্বাহী প্রকৌশলী একমত পোষণ করেন। তারপরও বিধি বহির্ভূতভাবে লটারি না করে ঐ ১১ জন কাজ দেয়ার কাগজপত্র তাড়াহুড়া করে প্রস্তুত করে চাপ প্রয়োগে টেন্ডার কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর নেন। কিন্তু জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি তাতে স্বাক্ষর করেননি। এদিকে কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মেছবাহ উল আলম ১১টি গ্রুপের কাজ বন্টনে অনিয়ম দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণসহ বিষয়টি তদন্তের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠনের অনুরোধ জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব এবং ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রকৌশলীর কাছে গত বুধবার ফ্যাক্স বার্তা পাঠিয়েছেন।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মেছবাহ উল আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফ্যাক্স বার্তা পাঠানোর কথা স্বীকার করেন।